‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিয়ে বিএনপি ছাড়লেন বাবা-ছেলে



ছবি: সংগৃহীত

‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান দিয়ে বিএনপির সদস্য পদসহ দলটির সব ধরনের সাংগঠনিক কার্যক্রম থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার বাবা-ছেলে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মতের অমিল, ভয়ভীতি ও হয়রানির অভিযোগ তুলে দল ছাড়ার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন তাঁরা।

রোববার (১৫ নভেম্বর) রাতে উপজেলার কুশলী ইউনিয়নের চর কুশলী ২ নম্বর ওয়ার্ডে নিজেদের বাড়িতে এ ঘোষণা দেন মো. লুৎফর ফকির ও তাঁর ছেলে মিরান ফকির।

মিরান ফকির অভিযোগ করেন, আমার বাবার রাজনীতি সম্পর্কে তেমন ধারণা না থাকলেও ভয়ভীতি দেখিয়ে তাঁকে বিএনপিতে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। একইভাবে তাঁকেও ভয় দেখিয়ে দলে যুক্ত করা হয়। তবে বাবা-ছয়ের কারও কোনো সাংগঠনিক পদ ছিল না, তাঁরা শুধু দলের সদস্য ছিলেন।

বিএনপির সঙ্গে পাঁচ থেকে সাত মাসের সম্পৃক্ততার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে মিরান বলেন, এ সময়ে তাঁরা নানা ধরনের হয়রানির শিকার হয়েছেন। নীলফা বাজারে তাঁর একটি ছোট ব্যবসা রয়েছে। সেখানেও ব্যবসা পরিচালনার সময় তাঁকে বিভিন্নভাবে ভয় দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

মিরান আরও জানান, বিএনপির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখে দলটির সঙ্গে তাঁদের মতের মিল হয়নি। মানুষকে আটক, হয়রানি, মারধর, সংঘর্ষ ও বিশৃঙ্খল কর্মকাণ্ড তাঁদের পছন্দ নয়।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, শনিবার রাতে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেওয়ায় তিন তরুণকে আটকে রেখে মারধর করা হয়েছে বলে জানতে পেরেছেন তাঁরা। এ ঘটনায় তাঁরা মর্মাহত। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত টুঙ্গিপাড়ায় এ স্লোগান দেওয়ার কারণে কাউকে মারধরের শিকার হতে হবে কেন, সে প্রশ্নও তোলেন তিনি।

মিরান বলেন, শেখ হাসিনার জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়ায় ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেওয়াকে কেন্দ্র করে মানুষকে মারধর করা হলে এমন রাজনীতি তাঁরা চান না। শেখ হাসিনার প্রতি তাঁদের আবেগ ও ভালোবাসা রয়েছে বলেও জানান তিনি।

নিজেদের সিদ্ধান্তেই বিএনপির সদস্য পদসহ দলটির সব কার্যক্রম থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন বলে জানান মিরান। ভবিষ্যতে আর কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে চান না তাঁরা।

বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে বাবা-ছেলে একসঙ্গে ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান দেন।

এ বিষয়ে বিএনপির স্থানীয় নেতাদের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।